গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১০৩-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো. নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
সময় : বেলা ৩.০০টা
স্থান : জুম (zoom) প্লাটফর্ম

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, জনাব মো. আজিম উদ্দিনকে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০২-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা : জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১০২-তম সভা ১১/০২/২০২০ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ১৭/০২/২০২০ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৯৭.০২.০০৩.১৯. ১১২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০২-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ও আলোচনা	বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত
(২.১) সিড ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন	বিগত সভায় সিড ভিশন-২০৩০ এর খসড়ায় পটভূমি ও মিশনের সাথে উদ্দেশ্যও উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত ছিল। নির্ধারিত সময়ে সীড ভিশন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় কমিটি সময় বাড়ানোর আবেদন করে।	**সিদ্ধান্ত :** সিড ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিবের আবেদন অনুযায়ী খসড়া প্রণয়নের সময়সীমা ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।
(২.২) ফসলের বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণ।	ডিএই'র হর্টিকালচার উইং হতে সবজি চাষের আওতায় প্রাপ্ত জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণ করে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত ছিল।	**সিদ্ধান্ত :** এ বিষয়ে গঠিত কমিটির আহবায়কের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ফসলের বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) নির্ধারণের সময়সীমা ০৮/১০/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।
(২.৩) বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের ১৩টি জাত নিবন্ধন।	বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে ১৩টি জাতের নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হয়। জাতগুলোর ট্রায়ালে চেক জাত (ব্রি হাইব্রিড ধান-৫) এর ফলন অন স্টেশনে/অন ফার্মে যেসব ক্ষেত্রে কম হয়েছে; তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল হাইব্রিড ধানের জাত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করে ফলাফল কারিগরি কমিটির সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত ছিল।	**সিদ্ধান্ত :** ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল হাইব্রিড ধানের জাত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ট্রায়াল দিয়ে ফলন পরীক্ষা করে ফলাফল কারিগরি কমিটির সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয় ৩। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য হাইব্রিড ধানের ৮টি জাত নিবন্ধন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৮টি হাইব্রিড ধানের জাত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক ১ম ও ২য় বর্ষের ট্রায়ালে চেকজাত ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর চেয়ে ফলন শতকরা ৫ ভাগের বেশী হওয়ায় আমন মৌসুমে সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। জাতগুলো হলো- **(১)** উইনঅল হাইটেক সীড কোম্পানি বাংলাদেশ লি: এর উইনল হাইটেক হাইব্রিড ধান৯ (Win-215), জাতটির উৎস চীন, চিকন ধান, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৫ মে.টন ও গড় জীবনকাল ১১৯ দিন; **(২)** ব্র্যাক, সীড এন্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ-এর ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৬ (BRAC AR 1702), উৎস ভারত, ডিগ পাতা চওড়া, শীষ উপরে থাকে, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৫ মে.টন ও গড় জীবনকাল ১১৭ দিন (৩) সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেডের সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা২৫ (MRP-5222), উৎস ভারত, ধান মাঝারি চিকন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৬ মে.টন ও গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (৪) মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডের মাহিকো হাইব্রিড ধান৪ (SURUCHI-1), জাতটির উৎস ভারত, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৫ মে.টন ও জীবনকাল ১২৮ দিন; (৫) নর্থ সাউথ সীড লিমিটেডের নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান৫ (গোল্ডেন-১), জাতটির উৎস ভারত, ধান মাঝারি চিকন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৫ মে.টন ও গড় জীবনকাল ১২২ দিন; (৬) লাল তীর সীড লিমিটেডের লাল তীর হাইব্রিড ধান১ (LTHR-1) উৎস : বাংলাদেশ, ধান মাঝারি চিকন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.৭ মে.টন ও গড় জীবনকাল ১১৯ দিন; (৭) এ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই)-এর এ সি আই হাইব্রিড ধান১১ (RXLL-53), জাতটির উৎস ভারত, উত্তম কুশি গজানোর ক্ষমতা আছে, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.১ মে.টন ও গড় জীবনকাল ১২৬ দিন; (৮) লাল তীর সীড লিমিটেডের লাল তীর হাইব্রিড ধান২ (টিয়া), জাতটির উৎস বাংলাদেশ, ধান মাঝারি চিকন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৫.৯ মে.টন ও জীবনকাল ১১৮ দিন।	**(১)** কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত হাইব্রিড ধানের নিম্নোক্ত ৮টি জাত আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো। "উইনল হাইটেক হাইব্রিড ধান৯ (Win-215)" সারাদেশে; "ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৬(BRAC AR 1702)" সারাদেশে; "সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা২৫ (MRP-5222)" সারাদেশে; "মাহিকো হাইব্রিড ধান৪ (SURUCHI-1)" সারাদেশে; "নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান৫ (গোল্ডেন-১)" সারাদেশে; "লাল তীর হাইব্রিড ধান১ (LTHR-1)" ৩ টি অঞ্চল (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা) "এ সি আই হাইব্রিড ধান১১ (RXLL-53)" ৩ টি অঞ্চল (চট্টগ্রাম, রংপুর ও বরিশাল) "লাল তীর হাইব্রিড ধান২ (টিয়া)", ৩ টি অঞ্চল (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল); **(২)** কারিগরি কমিটির মূল্যায়নে প্রস্তাবিত জাতের হেটারেসিস কত ভাগ বেশি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে জাত নিবন্ধনের সুপারিশ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো মৌসুমের ২টি ও আউশ মৌসুমের ১টি ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ক) IR 83484-3-B-7-1-1-1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৭) : ব্রি-এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন এ IRRI 113 এবং ব্রি ধান৪০ এর সংকরায়ণের পর ব্রি-তে বংশানুক্রমিক সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction এর মাধ্যমে F4 generation-সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় লবনাক্ত অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাছাই করা হয়। চেকজাত হিসাবে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৬৭ ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ বোরো মৌসুমে বরিশাল ও খুলনার ২টি অঞ্চলের ৮টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকালীন সময়ে খুলনার পাইকগাছাতে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮-১৩ ডিএস/মিটার এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮-১৬ ডিএস/মিটার পাওয়া যায়। লবণাক্ততার কারনে বর্ণিত ২টি স্থানে চেকজাত ব্রি ধান৬৭ এর কোনো ফলন পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটিতে খুলনার পাইকগাছাতে ১.৮৫ টন./হেক্টর এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে ২.৩৮ টন./হেক্টর ফলন পাওয়া যায়। গাছ এর গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি., দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.২ ভাগ, মাঝারি মোটা, ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৫.৫ গ্রাম, ডিগপাতা খাড়া, চারা অবস্থায় ১৪.০ ডিএস/মি.এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০ডিএস/মি. লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলন ৩.৭২ মে.টন/হেক্টর, জীবনকাল ১৫২ দিন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌলিক সারি IR 83484-3-B-7-1-1-1 কারিগরি কমিটি বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৯৭ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করেছে।	(ক) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের IR 83484-3-B-7-1-1-1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান৯৭ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করনের অনুমোদন দেয়া হলো। (খ) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ব্রি কর্তৃক

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
খ) BR9011-67-4-1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৮): ব্রি-এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি MLT-145-2 এবং HR17512-11-2-3-1-4-2-3 এর সাথে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রমে সিলেকশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। উক্ত জাতটি ২০১৯-২০ আউশ মৌসুমে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, যশোর, সিলেট ও বরিশাল ১০টি কৃষি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালে চেকজাত হিসাবে বিআর২৬ ব্যবহার করা হয়। চেকজাতের চেয়ে ট্রায়ালে প্রস্তাবিত জাতটির ফলন শতকরা ১০ ভাগ বেশি পাওয়া যায়। গাছ এর গড় উচ্চতা ১০৩-১০৬ সেমি, ডিগপাতা খাড়া, দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.৯%, প্রোটিনের পরিমাণ ৯.৫%, চাল লম্বাটে চিকন, ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৬ গ্রাম, ফলন ৫.০৯ মে.টন/হেক্টর, জীবনকাল ১১২ দিন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌলিক সারি BR9011-67-4-1 কারিগরি কমিটি আউশ মৌসুমে ব্রি ধান৯৮ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করেছে।	উদ্ভাবিত ধানের BR9011-67-4-1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান৯৮ হিসেবে আউশ মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করনের অনুমোদন দেয়া হলো।
গ) HHZ5-DT20-DT2-DT1 (প্রস্তাবিত ব্রি ধান৯৯): ব্রি-এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে চীনের জনপ্রিয় জাত Huang-Hua-Zhan এবং ভিয়েতনামের জাত OM1723 এর সংকরায়ণ করে বংশানুক্রমিক সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় । উক্ত কৌলিক সারিটি আর্ন্তজাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাছাই করা হয়। চেকজাত হিসাবে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৬৭ ব্যবহার করা হয়। উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ বোরো মৌসুমে বরিশাল ও খুলনার ২টি অঞ্চলের ৮টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকালীন সময়ে খুলনার পাইকগাছাতে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮-১৩ ডিএস/মিটার এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮-১৬ ডিএস/মিটার পাওয়া যায়। লবণাক্ততার কারনে বর্ণিত ২টি স্থানে চেকজাত ব্রি ধান৬৭ এর কোনো ফলন পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটিতে খুলনার পাইকগাছাতে ০.৮৩ মে.টন/হেক্টর এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে ০.২২ মে.টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায়। গাছ এর গড় উচ্চতা ৯৪ সে.মি., দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.১ ভাগ এবং লম্বা চিকন, ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.৮ গ্রাম, ডিগপাতা খাড়া, চারা অবস্থায় ১৪.০ ডিএস/মি.এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০ডিএস/মি. লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলন ৩.৬৩ মে.টন/হেক্টর ও জীবনকাল ১৫৫ দিন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌলিক সারি HHZ5-DT20-DT2-DT1 কারিগরি কমিটি বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৯৯ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করেছে।	(গ) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের HHZ5-DT20-DT2-DT1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান৯৯ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করনের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের ০২টি ইনব্রিড গমের জাত ছাড়করণ ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ক) BAW-1208 (প্রস্তাবিত ডব্লিউএমআরআই গম২) : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি বারি গম২৫ এবং বারি গম২৬ এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটির বপনের সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত। তবে ডিসেম্বর মাসের ৫-১০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি ফলন দেয়। উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ রবি মৌসুমে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা অঞ্চলের ১৩টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৯৭-১০৬ সেন্টিমিটার, পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ, শীষ লম্বা এবং দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি, ১০০০টি দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম, জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী, দাগ রোগ ও ব্লাস্ট রোগ সহনশীল এবং তাপ সহিষ্ণু, চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো থাকে, স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও আকারে সমান্তরাল, ঠোঁট ছোট এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে, ফলন ৫.০৯ মে.টন/হেক্টর, জীবনকাল ১০৮ দিন। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের BAW-1208 কৌলিক সারিটিকে ডব্লিউএমআরআই গম২ হিসেবে ছাড়করনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	(ক) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের BAW-1208 কৌলিক সারিটি ডব্লিউএমআরআই গম২ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করনের অনুমোদন দেয়া হলো। (খ) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(খ) BAW-1254 (প্রস্তাবিত ডব্লিউএমআরআই গম৩) : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি ROLF07/BOW/NKT/CBRD, FRET2/TUKURU FRET2 নামক ৪টি সিমিট লাইনের সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন প্রজন্মে ও আবহাওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জাতটি বিএডব্লিউ ১২৫৪ নামে নির্বাচন করা হয়। ২০১৮-১৯ রবি মৌসুমে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা অঞ্চলের ১৩টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৯৭-১০৬ সেন্টিমিটার, পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ, শীষ লম্বা এবং দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি, ১০০০টি দানার ওজন ৪২-৪৬ গ্রাম, জাতটি পাতার মরিচা রোগ ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু, ফলন ৫.০০ মে.টন/হেক্টর, জীবনকাল ১১০ দিন। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত গমের BAW-1254 কৌলিক সারিটিকে ডব্লিউএমআরআই গম৩ হিসেবে ছাড়করনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	উদ্ভাবিত গমের BAW-1254 কৌলিক সারিটি ডব্লিউএমআরআই গম৩ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করনের অনুমোদন দেয়া হলো। (গ) পরবর্তীতে জাত ছাড়করণের সময় প্রস্তাবিত জাত ব্লাস্ট রোগ সহনশীল /প্রতিরোধী হলে সংশ্লিস্ট জিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করে কারিগরি কমিটির সুপারিশের সাথে উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৬। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আখের ০১টি স্থানীয় জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ৪৭ জাতটি ২০১২ সালে চাঁদপুরী গেন্ডারী নামে চিবিয়ে খাওয়া স্থানীয় আখ জাত হিসেবে বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চল হতে সংগ্রহ করা হয়। এটি চাঁদপুরী গেন্ডারী হিসেবে পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় চিবিয়ে খাওয়া আখ জাত বিএসআরআইআখ৪২ এর সাথে তুলনা করার পর ২০১৮ সালে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। উক্ত জাতটি ২০১৮-১৯ রোপন মৌসুমে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৪টি স্থানে (বান্দরবান, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং চাঁদপুর) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাত এবং চেক জাতের চিবিয়ে খাওয়া উপযোগী আখের (Chewable cane) সংখ্যা যথাক্রমে ৮০.০৩ হাজার/হেক্টর এবং ৭২.৫০ হাজার/হেক্টর। কান্ড মাঝারী লম্বা, মধ্যম আকারের মোটা, নরম এবং নিরেট আকৃতির; পাতা মাঝারি চওড়া ও হালকা সবুজ বর্ণের; লালপঁচা রোগ মাঝারি প্রতিরোধী এবং স্মাট রোগ প্রতিরোধী; চেক জাতের তুলনায় ২০-২৫ দিন আগে পরিপক্ক হয়; চিবিয়ে খাওয়া উপযোগী আখের (Chewable cane) সংখ্যা ৮০.০৩ হাজার/হেক্টর। জাতটির গড় ফলন ১৭১.৮৩ মে.টন/হেক্টর এবং গড় জীবনকাল ২৯৯ দিন। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত স্থানীয় জাত চাঁদপুরী গেন্ডারী ‘বিএসআরআই আখ-৪৭’ হিসেবে ছাড়করনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের চাঁদপুরী গেন্ডারী স্থানীয় জাতটি ‘বিএসআরআই আখ-৪৭’ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করনের অনুমোদন দেয়া হলো। গবেষকদের গবেষণা করে আরো কম জীবনকাল সম্পন্ন এবং পাতায় কম ধার সম্পন্ন চিবিয়ে খাওয়া আখের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৭। ব্র্যাক, বাংলাদেশ-এর উদ্ভাবিত ০১টি ইনব্রিড আমন ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
BARDC 112-64-22-6-2-1-O-P ব্র্যাক-এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বিআর১১ এবং স্বর্ণা এর মধ্যে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। ব্র্যাক কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে উক্ত কৌলিক সারিটির গবেষণা কার্যক্রম ২০১১ সন থেকে শুরু হয় এবং মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। উক্ত জাতটি ২০১৯ আমন মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর ও ময়মনসিংহ ১০টি কৃষি অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে চেকজাত ব্রি ধান৭১ এর চেয়ে শতকরা ১০ ভাগের বেশি ফলন হয়। গাছ এর গড় উচ্চতা ১১২ সেমি; ডিগপাতা খাড়া; দানায় এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.০১ ভাগ; দানা মধ্যম মোটা; ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.২৮ গ্রাম; জাতটির গড় ফলন ৬.৫৫ মে.টন/হেক্টর এবং গড় জীবনকাল ১২৮ দিন।	(ক) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ব্র্যাক কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের BARDC 112-64-22-6-2-1- O-P কৌলিক সারিটি ‘ব্র্যাক ধান১’ হিসেবে আমন মৌসুমে। (খ) পরবর্তীতে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটির সুপারিশের সময় বিপক্ষে মতামত থাকলে তার কারন উল্লেখ করতে হবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কারিগরি কমিটি ব্র্যাক, বাংলাদেশ কর্তৃক উদ্ভাবিত আমন ধানের BARDC 112-64-22-6-2-1-O-P কৌলিক সারিটি 'ব্র্যাক ধান১' হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করেছে।	(গ) পরবর্তীতে জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে চেক জাত ও প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল যাতে সমান/ কাছাকাছি হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৮। ব্রি কর্তৃক অবমুক্ত ধানের জাতের বাংলা ও ইংরেজী নামকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ফসলের জাতের সুষ্ঠু নামকরণের লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০-তম সভায় প্রতিষ্ঠানের নাম, ফসলের নাম, প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত জাতের ক্রমিক নং ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রিত ফসলের নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল (উদাহরন : ব্রি ধান-২৮/BRRI Dhan-28)। কিন্তু ব্রি থেকে উদ্ভাবিত ধানের জাত সমূহের নামকরণের জন্য এ পর্যন্ত নামের মধ্যে কোন '-' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি (উদাহরণ : ব্রি ধান২৮, BRRI dhan28)। ব্রি কর্তৃক প্রকাশিত সকল বই, রিপোর্ট, B4R ডাটাবেজ, প্যারেন্টেজ ডাটাবেজসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় সর্বক্ষেত্রেই এইভাবে নাম লেখা হয়েছে। ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাতের বাংলা ও ইংরেজি নামকরণে '-' চিহ্ন ব্যবহার না করার বিষয়টি অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটির ৯৬তম সভায় সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রি-সহ অন্যান্য সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবমুক্ত জাতের নামকরণের বিষয়ে কোনো পরিবর্তন থাকলে কারিগরি কমিটির সুপারিশ নিয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনা হয়। এছাড়াও অবমুক্ত ধানের জাতের নামের পার্শ্বে ব্রাকেটে ফসলের মৌসুম উল্লেখ করার বিষয়টি কারিগরি কমিটি যাচাই করার সিদ্ধান্ত হয়। কারিগরি কমিটি নামকরণের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০ তম সভার আলোচ্যসূচির-৩ এর সিদ্ধান্ত সংশোধন করে নিম্নবর্ণিতভাবে লেখার জন্য নিম্নোক্তভাবে সুপারিশ করেছে।	(ক) কারিগরি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নাম, ফসলের নাম, প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত জাতের ক্রমিক নং ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রিত ফসলের নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। (উদাহরন : ব্রি ধান২৮/ BRRI dhan28)। (খ) অবমুক্ত ধানের জাত ছাড়করণের প্রস্তাবের সময় জাতের নামের পার্শ্বে ব্রাকেটে ফসলের মৌসুম উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ফসলের নাম	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাতের ক্রমিক নং	জাতের নাম (বাংলা)	জাতের নাম (ইংরেজি)
ব্রি	ধান	২৮	ব্রি ধান২৮	BRRI dhan28

এছাড়াও অবমুক্ত ধানের জাত ছাড়করণের প্রস্তাবের সময় জাতের নামের পার্শ্বে ব্রাকেটে ফসলের মৌসুম উল্লেখ করা যৌক্তিক হবে না মর্মে মতামত প্রদান করেছে।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং নতুন জাত সম্প্রসারণের বিষয়ে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/০৯/২০২০

মো. নাসিরুজ্জামান
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়